দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বইমেলায় লেখক-প্রকাশকদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার (ডিএমপি) আছাদুজ্জামান মিয়া বলেছেন, বইমেলায় কোনো নাগরিক, লেখক, প্রকাশক বা ব্লগার যদি নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে মনে করেন তাহলে তাৎক্ষণিক পুলিশ কন্ট্রোল রুমে জানাবেন। আমরা তাদের বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। গতকাল রবিবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে অমর একুশে বইমেলার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

আজ সোমবার পহেলা ফেব্রুয়ারি বিকালে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বইপ্রেমীদের জন্য মেলা উন্মুক্ত থাকবে। ছুটির দিনগুলোতে বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা চলবে।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এবারের বইমেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বইমেলা প্রাঙ্গণে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে সূর্যাস্তের আগেই বইমেলা বেষ্টনীর বাইরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কেউ অবস্থান করতে পারবে না।

ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, গত বছর প্রবেশ ও বাহির পথ একপথে হওয়ায় অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ও ইভটিজিংয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। এবার এমন যাতে না হয়, তার জন্য আলাদা আলাদা গেট করা হয়েছে। প্রতিটি গেটে আর্চওয়ে স্থাপন ও চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগত দর্শনার্থীদের হ্যান্ড ও মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা দেহ তল্লাশির পর মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেয়া হবে। তিনি বলেন, ২৪ ঘণ্টার জন্য তিন ধাপে নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী দায়িত্ব পালন করবে। সার্বক্ষণিকভাবে তদারক করবেন ঊর্ধ্বতন দুজন পুলিশ কর্মকর্তা।

ডিএমপি কমিশনার জানান, নিরাপত্তার জন্য ২০০-এর অধিক সিসি টিভি স্থাপন, সিসি টিভি মনিটরিং, সুইপিং, ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন, পোশাকে-সাদা পোশাকে ডিউটির ব্যবস্থা, মেলার ভেতরে ও বাইরে ফুট প্যাট্রোল, মেলার চারদিকে লাইনিংয়ের ব্যবস্থা, ইভটিজিং রোধে বিশেষ টিম, ফায়ার টেন্ডার ও লাইটিং ইউনিট মোতায়েন, লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক স্থাপন এবং হকার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশি স্টল ও আগত বিদেশি অতিথি

ডিএমপি কমিশনারের সাংবাদিক সম্মেলন

এবং ভাষা সৈনিকদের জন্য নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হুমকিতে রয়েছে এমন ব্যক্তিদের তালিকা রয়েছে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যারা নিরাপত্তা ঝুঁকিতে আছেন, হুমকি পেয়েছেন, তাদের তালিকা রয়েছে। বিভিন্নভাবে আমরা তাদের নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছি।'

ডিএমপি কমিশনার বলেন, যে চক্র দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার চেষ্টা করছে তাদের রুখতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তাদের অধিকাংশকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ব্লগার অভিজিৎ রায় ও প্রকাশক দীপন হত্যাকাণ্ডের অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমাদের দৃশ্যমান অগ্রগতি রয়েছে। বিদেশি হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার সাফল্য রয়েছে। তবে অভিজিৎ ও দীপন হত্যা মামলার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি ডিএমপি কমিশনার। গত বছরে টিএসসি সংলগ্ন এলাকায় বইমেলা থেকে ফেরার পথে সন্ত্রীক হামলার শিকার হন বিজ্ঞান লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হন তিনি। গুরুতর আহত হন তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা। এ ছাড়া একই বছর পয়লা বৈশাখে নারী লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটে। এসব অভিজ্ঞতার আলোকে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে ডিএমপি।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শেখ মারুফ হাসান, যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ

যানবাহন চলাচলের বিষয়ে ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হাইকোর্ট ক্রসিং থেকে রোমানা চত্বর ক্রসিং, শহীদুল্লাহ হল ক্রসিং এবং জগন্নাথ হল ক্রসিং থেকে টিএসসি হয়ে শিববাড়ি মোড় পর্যন্ত রাস্তায় যানবাহন রাখা যাবে না। দোয়েল চত্বর থেকে তিন নেতার মাজার হয়ে টিএসসি সড়ক দ্বীপ অভিমুখে যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। বইমেলায় আসা দর্শনার্থীদের গাড়ি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়াও মেলায় ইভটিজিং প্রতিরোধে থাকবে পুলিশের বিশেষ দল। মেলা প্রাঙ্গণে ফায়ার টেন্ডার ও লাইটিং টিম, লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড সেন্টার, ব্লাড ব্যাংকও থাকবে।